

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন

বাফুফে ভবন, মতবিলি বা/এ, ঢাকা-১০০০

ফেডারেশন কাপ ২০১২ এর উপবর্ধি

ধারা-১ (টুর্নামেন্টের নাম) :

এ টুর্নামেন্টের প্রাথমিক পর্ব “ফেডারেশন শিল্ড ২০১২” এবং চূড়ান্ত পর্ব “ফেডারেশন কাপ ২০১২” নামে অভিহিত হবে।

ধারা-২ (সংজ্ঞা) :

ক) ‘ফিফা’ বলতে বশি়ব ফুটবল সংস্ থাকবে (ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েশন)-কে বুঝাবে।

খ) ‘বাহু ফু’ বলতে বাংলাদেশে ফুটবল ফেডারেশনকে বুঝাবে।

গ) ‘টুর্নামেন্ট কমিটি’ বলতে বাংলাদেশে ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক গঠিত কম্পটিশিন্স কমিটি (ফেডারেশন শীল্ড ২০১২ এর জন্য) ও প্রফেশনাল ফুটবল লীগ কমিটি (ফেডারেশন কাপ ২০১২ এর জন্য) কে বুঝাবে।

ঘ) ‘কাপ’ বলতে এ টুর্নামেন্টের বজিঘী ও বজিতিদের জন্যে প্রস্তুতকৃত ‘ট্রফিকি’ বুঝাবে।

ঙ) ‘উপ-কমিটি’ বলতে টুর্নামেন্ট-এর কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করার জন্য টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক গঠিত উপ-কমিটিকে বুঝাবে।

চ) ‘দল’ বলতে এ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী ক্লাব বা সংস্ থাকবে বুঝাবে।

ছ) ‘অবাঞ্ছিত’ বলতে স্টেডিয়ামের মাঠ, খেলোয়াড়, লাউঞ্জ ও ভিআইপি প্যাভিলিয়নকে বুঝাবে।

জ) ‘বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ’ ও ‘বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশীপ লীগ’ বলতে বাহু ফু প্রচলিত প্রফেশনাল লীগদ্বয়কে বুঝাবে।

ধারা-৩ (ব্যবস্থাপনা) :

বাংলাদেশে ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক গঠিত প্রফেশনাল ফুটবল লীগ কমিটি 'ফেডারেশন কাপ ২০১২' পরচালনা ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্বে ন্যস্ত হইবে। জিতি থাকবে তবে বাফুফে কমিটিশিন ফেডারেশন কাপ ২০১২ এর প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থাৎ ফেডারেশন শিল্ড ২০১২ পরচালনা ও ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্বে ন্যস্ত হইবে।

ধারা-৪ (প্রতিযোগিতার সময় ও স্থান) :

এ টুর্নামেন্ট ঢাকা কিংবা বাফুফে কর্তৃক নির্ধারিত দেশের যে কোন স্থানে বছরের যে কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

ধারা-৫ (টুর্নামেন্টে দলের অংশগ্রহণ) :

বাফুফের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ ও বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশীপ লীগে অংশগ্রহণকারী ক্লাব বা সংস্থা এ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে বাংলাদেশে ফুটবল ফেডারেশন টুর্নামেন্ট-এর সবার্থে দেশে/বিশেষে তন্মধ্যে যে কোন দলকে টুর্নামেন্টে অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করবে।

(২)

ধারা-৬ (ট্রফি/ফেয়ার প্লে ট্রফি) :

ফেডারেশন শীল্ড ২০১২ এর বিভিন্ন ভেনেঘুর চ্যাম্পিয়ন দলকে শীল্ড প্রদান করা হবে। ফেডারেশন কাপ-এর চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স-আপ দলকে যথাক্রমে চ্যাম্পিয়নশীপ ও রানার্স-আপ ট্রফি চূড়ান্ত খেলার দিন প্রদান করা হবে। ইহার পাশাপাশি টুর্নামেন্টের শ্রেষ্ঠ খেলদলকে ‘ফেয়ার প্লে’ ট্রফি প্রদান করা হবে। ‘ফেয়ার প্লে’ ট্রফি প্রদানের ক্ষেত্রে ফিফা/এএফসি নীতিমালা অনুসরণ করা হবে। এছাড়াও চ্যাম্পিয়ন দলকে ৫ লক্ষ টাকা, রানার্স আপ দলকে ৩ লক্ষ টাকা, কাপের সেরা খেলোয়াড়কে ২৫ হাজার টাকা, সর্বোচ্চ গোলদাতাকে ২৫ হাজার টাকা, দুটি সিমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলোয়াড় ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ ট্রফি এবং ফেয়ার প্লে দলকে ‘ফেয়ার প্লে ট্রফি’ প্রদান করা হবে।

ধারা-৭ (খেলোয়াড়দের রেজিস্ট্রেশন ও অংশগ্রহণের যোগ্যতা) :

ক) বাংলাদেশ প্রমিষিয়ার লীগ ও বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশীপ লীগে রেজিস্ট্রার ড় অথবা উক্ত লীগ দুটোতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলের পক্ষে তালিকাভুক্ত খেলোয়াড়গণ স্ব স্ব দলের পক্ষে এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে। আমন্ত্রণিত দলসমূহকে টুর্নামেন্ট শুরুর ৩ দিন পূর্বে (সর্বোচ্চ ৩০ জন এবং সর্বনিম্ন ২২ জন) খেলোয়াড়ের চূড়ান্ত তালিকা টুর্নামেন্ট কমিটির নকিট পেশ করতে হবে। ফেডারেশন শীল্ড ও ফেডারেশন কাপে অংশগ্রহণকারী একটি দলের পক্ষে নবিন্ধতি কোন খেলোয়াড় উল্লেখিত প্রত্যয়িতগতিসমূহ চলাকালীন অংশগ্রহণকারী অন্য কোন দলের পক্ষে নবিন্ধতি হতে পারবে না। খেলার দিনে ৩০ জন খেলোয়াড়ের মধ্য থেকে ২০ জন খেলোয়াড় সম্মিলিত তালিকা খেলা শুরুর অন্ততঃ ৩ (তিন) ঘন্টা পূর্বে (তিন কপি) টুর্নামেন্ট কমিটি/রেফারীর কাছে পেশ করতে হবে। প্রযোজন্যে টুর্নামেন্ট কমিটি এ তালিকা উল্লেখিত সময়ের পূর্বে চেয়ে নেওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করবে।

খ) বাফুফে কর্তৃক বরখাস্তকৃত বা শাস্তিপ্ৰাপ্ত বা অন্য কোন সংস্থা/ফুটবল এসোসিয়েশন কর্তৃক শাস্তিপ্ৰাপ্ত বা বাফুফে কর্তৃক অনুমোদিত এমন কোন খেলোয়াড় এ টুর্নামেন্টের খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। করলে ‘অবৈধ’ খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ) এ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ প্রমিষিয়ার লীগের দলসমূহ সর্বোচ্চ ৭ (সাত) জন বাদিশী খেলোয়াড় নবিন্ধন করতে পারবে। নবিন্ধনকৃত বাদিশী খেলোয়াড়ের মধ্য সর্বোচ্চ ৪ (চার) খেলোয়াড় খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে বাদিশী খেলোয়াড়ের নাম ক্লাব কর্তৃক দাখলিকৃত খেলোয়াড় তালিকা (বাংলাদেশ প্রমিষিয়ার লীগ তালিকাভুক্ত এবং অন্যান্য দল কর্তৃক পশ্চাত সর্বোচ্চ ৩০ জন খেলোয়াড়ের মধ্য) টুর্নামেন্ট শুরুর ৩ দিন পূর্বে আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। বাদিশী খেলোয়াড়দের রেজিস্ট্রেশন/অনুমতির ক্ষেত্রে ফিফা ও বাফুফের নথি অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রমিষিয়ার লীগে অংশগ্রহণকারী দলসমূহ বাংলাদেশ প্রমিষিয়ার লীগের জন্য বাদিশী খেলোয়াড় হিসেবে সংশ্লিষ্ট বর্ধিতমতাবে নতুন নাম রেজিস্ট্রারিত করিতে পারবে এবং ফেডারেশন কাপের জন্য দাখলিকৃত বাদিশী খেলোয়াড়ের তালিকা প্রযোজ্য হবে।

ধারা-৮ (দলের পোষাক) :

টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলকে টুর্নামেন্ট শুরুর হওয়ার তিন দিন আগে টুর্নামেন্ট কমিটির বরাবরে ২ (দুই) স্টেট (মূল ও বকিল্প) খেলার 'পোষাক' রেজিস্ট্রার কিরাত হব। 'পোষাক' বলতে খেলার জার্সি, শটস ও মোজাকে একত্রে বোঝাবে। প্রতি সপ্তকে খেলোয়াড়ের জার্সিতে সুস্পষ্টভাবে জার্সিনিম্বার উল্লেখ থাকতে হবে। এ নিম্নবরের আকৃতি "N১০" (২২৫N২৫০ মিমিঃ) হতে হবে এবং কোনক্রমহে তালকিভুক্ত খেলোয়াড়দের 'জার্সিনিম্বার' পরবর্তন করা যাবে না। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে প্রতি সপ্তকে দলের ব্যবস্থাপকদের (ম্যানেজার) সাথে একটি পিতা টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক আয়োজিত হবে এবং ঐ সভায় প্রতি সপ্তকে দলকে তাদের পোষাকের (গোল কপিারসহ) মূল ও বকিল্প রং এক স্টেট করে নমুনা আনতে হবে। সেখানে অনুমোদিত ফকিশ্চার অনুযায়ী প্রতি সপ্তকে দলের খলোষ, কোন দল করিং-এর পোষাক পরধান করবে তা নির্ধারণিত হবে। এ ব্যাপারে টুর্নামেন্ট কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। রেজিস্ট্রার বিরূপিতা জার্সিনিম্বার নিয়ে কোন দলের কোন খেলোয়াড় খলোষ অংশগ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় ও ক্লাবের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক

(৩)

ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হবে। এক্ষেত্রে ক্লাবের বিরুদ্ধে ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাবে। এক খেলোয়াড় কোন দলের হায়ে একই নাম্বারের জার্সিনিম্বারে টুর্নামেন্টের সকল খলোষ অংশগ্রহণ করবে অনুযায়ী খেলোয়াড় ও সংশ্লিষ্ট ক্লাবের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হবে। নাম্বার বহীন জার্সিপরে কোন খেলোয়াড় খলোষ অংশগ্রহণ করলে সে 'অবৈধ' খেলোয়াড় হগিবে বিবেচিত হবে।

ধারা-৯ (অন্তর্ভুক্তি) :

এ প্রত্যাশিত। অংশগ্রহণের জন্যে প্রতিযোগিতাকে দলকে অন্তর্ভুক্তি ফি বাবদ ২,০০০/= (দুই হাজার) টাকা বাফু ফে
হসিাব শাখায় জমা প্রদান করতে হবে।

ধারা-১০ (প্রতিযোগিতার বধিমালা) :

ক) টুর্নামেন্টের খেলোয়াড় ফিফি কর্তৃক প্রণীত ও টুর্নামেন্ট কমিটিকর্তৃক প্রণীত এবং বাফু ফে কর্তৃক
গৃহীত বধি/উপ-বধি মতোভাবে নবীভিভাবে পরিচালিত হবে।

খ) সময়ে সময়ে ফিফি কর্তৃক প্রণীত ও জারীকৃত এবং বাফু ফে কর্তৃক গৃহীত বধিমালাসমূহ এ টুর্নামেন্টের
জন্য প্রযোজ্য হবে।

ধারা-১১ (প্রতিযোগিতার পদ্ধতি) :

ক) প্রতিযোগিতার পদ্ধতি ও ফিক্সচার টুর্নামেন্ট কমিটিকর্তৃক নির্ধারিত হবে।

খ) বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগ ২০১২-১৩ এ অংশগ্রহণকারী ১০ টি দল সরাসরি ফেডারেশন কাপ ২০১২ এ অর্থাৎ মূল
পর্বের খেলায় অংশগ্রহণ করবে। বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়নশীপ লীগ ২০১২-১৩ এ অংশগ্রহণকারী দলসমূহ ও আমন্ত্রিত
অন্যান্য দলসমূহ বাফু ফে কর্তৃক নির্দিষ্ট ভেন্যু/ভেন্যুসমূহে ফেডারেশন শিল্ড ২০১২ এর খেলায় অংশগ্রহণ
করবে। ফেডারেশন শিল্ড ২০১২ এর প্রতিযোগিতা ভেন্যুতে দলসমূহ ২ গ্রুপে বিভক্ত হয়ে রাউন্ড রবীন লীগ পদ্ধতি
খেলা শেষে সোফাইনাল ও ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতা ভেন্যুর চ্যাম্পিয়ন, রানার্স-আপ ও তৃতীয় স্থান
অর্জনকারী দল অর্থাৎ সর্বমোট ৩টি দল প্রতিযোগিতার মূল পর্বে উন্নীত হবে অর্থাৎ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লীগের
১০টি দল এবং ফেডারেশন শিল্ড ২০১২ হতে উন্নীত দলসমূহ ফেডারেশন কাপ ২০১২ এ অংশগ্রহণ করবে। ফেডারেশন কাপে
অংশগ্রহণকারী দলসমূহ ৪টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করবে এবং প্রতিযোগিতা গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও
রানার্স-আপ দল (সর্বমোট ৮টি দল) কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা লাভ করবে।

গ) ফেডারেশন শীল্ড ২০১২ এর রাউন্ড রবীন লীগ পদ্ধতির খেলায়, প্রতি ঘকে দল জয়ের জন্য ৩ পয়েন্ট, ড্র এর জন্য ১ পয়েন্ট করে অর্জন করবে। গ্রুপ পরবর্ত্তে খেলায়, দল বা দলসমূহের পয়েন্ট সমান হলে গোল পার্থক্য দ্বারা সংশ্লিষ্ট দলসমূহের স্থান নির্ধারণিত হবে এবং এর পরও যদি উক্ত দলসমূহের স্থান অভিন্ন বা সমান থাকে তবে এপর্যায়ে অধিক সংখ্যক গোল/অধিক জয়/দুই দলের মধ্যে খেলায় জয়লাভ করবে সে ভিত্তিতে তাদের অবস্থানের ক্রমমান নির্ধারণ করা হবে। এর পরও যদি উক্ত দলসমূহের অবস্থান অভিন্ন বা সমান থাকে তাহলে টুর্নামেন্ট কমিটি 'টিস'-এর মাধ্যমে দলের অবস্থানের ক্রমমান নির্ধারণ করবে। উক্ত পর্যায়ে গতির অর্থাৎ ফেডারেশন শীল্ডের সফাইনাল ও ফাইনাল খেলা নির্ধারণিত সময়ে অর্থাৎ ৯০ মিনিট অবধি অমিয়াংসতি থাকলে সরাসরি টাইব্রেকারের মাধ্যমে খেলার জয়, পরাজয়, নির্ধারণিত হবে।

ঘ) ফেডারেশন কাপ গ্রুপ পরবর্ত্তে খেলায়, প্রতি ঘকে দল জয়ের জন্য ৩ পয়েন্ট, ড্র এর জন্য ১ পয়েন্ট করে অর্জন করবে। গ্রুপ পরবর্ত্তে খেলায়, দল বা দলসমূহের পয়েন্ট সমান হলে গোল পার্থক্য দ্বারা সংশ্লিষ্ট দলসমূহের স্থান নির্ধারণিত হবে এবং এর পরও যদি উক্ত দলসমূহের স্থান অভিন্ন বা সমান থাকে তবে এপর্যায়ে অধিক সংখ্যক গোল/অধিক জয়/দুই দলের মধ্যে খেলায় জয়লাভ করবে সে ভিত্তিতে তাদের অবস্থানের ক্রমমান নির্ধারণ করা হবে। এর পরও যদি উক্ত দলসমূহের অবস্থান অভিন্ন বা সমান থাকে তাহলে টুর্নামেন্ট কমিটি 'টিস'-এর মাধ্যমে দলের অবস্থানের ক্রমমান নির্ধারণ করবে।

(৪)

ঙ) ফেডারেশন কাপের ক্য়ার্টার ফাইনালে বজিহী দল সফাইনাল খেলায় অংশগ্রহণ করবে। ফেডারেশন শীল্ডের খেলায় পয়েন্ট কেনভাবেই ফেডারেশন কাপের খেলার পয়েন্টের সাথে যোগ হবে না।

চ) নির্ধারণিত সময় অবধি ফেডারেশন কাপের ক্য়ার্টার ফাইনাল, সফাইনাল ও ফাইনাল খেলা অমিয়াংসতি থাকলে ৫ (পাঁচ) মিনিট বরতিদিয়ে অতিরিক্ত ১৫+১৫=৩০ মিনিট খেলা অনুষ্ঠিত হবে। তবে অতিরিক্ত সময়েও কোন গোল না হলে অর্থাৎ অমিয়াংসতি থাকলে টাইব্রেকারের মাধ্যমে খেলার জয়, পরাজয়, নির্ধারণিত হবে। ফাইনালে বজিহী ও বজিতি দলকে যথাক্রমে 'চ্যাম্পিয়ন' ও 'রানার্স-আপ' ঘোষণা করা হবে।

ধারা-১২ (খেলার স্থায্যত্ব) :

টুর্নামেন্টের খেলা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪৫ মিনিট করে যেট ৯০ মিনিট এবং ১৫ মিনিট বরিত থাকবে। কয়েটার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল খেলা নরি ধারতি সময অবধি অমমিাপতি থাকলে ৫ (পাংচ) মিনিট বরিত দিযি়ে অতিরিক্ত ১৫+১৫=৩০ মিনিট খেলা অনুষ্ঠতি হবে; অতিরিক্ত সমযেও কোন গেল না হলে অর্থা অমমিাপতি থাকলে টাইব্রেকোরের মাধ্যমে খেলার জয় পরাজয় নরি ধারতি হবে।

ধারা-১৩ (স্পন্সর সম্পর্কতি) :

বাক্ষু ফে ফেডোরেশন কাপের জন্ য স্পন্সর গ্ রহণ করতে পারবে। প্ রতিযোগতির লেগে, স্পন্সরের নাম জার্সতি ব্ যবহারের ব্ যাপারে বাক্ষু ফে বা টুর্নামেন্ট কমটি সিদ্ধান্ত নতি পারবে।

ধারা-১৪ (আলো ও দূর্ঘ্যেগপূর্ণ আবহাওয়া) :

ক) টুর্নামেন্টের খেলা দনি তথবা রাত্রে/সূর্ঘালেক/ফ্লাড লাইটে/আংশিক ফ্লাড লাইটে অনুষ্ঠতি হবে। ফ্লাড লাইটে খেলা চলাকালীন সময আলোর বমি ষটলে বা বদি য় বতি রাটের জন্ য আলো নতি গেলে ও প্ রতিকূল আবহাওয়া/মাঠের ততিরের বা বাহুরি গেলেযেগের কারণে খেলা বন্ধ হলে রেফারী ৪০ (চল্লিশ) মিনিট পর্ যন্ত সামযকিভাবে খেলা বন্ধ রাখতে পারবেন। এরপরও যদি রেফারী প্ রতিকূল পরিস্থিতির কারণে খেলা আরম্ভ করতে ব্ যর্থ হন তবে তনি শেষে বাংশবিজাযি়ে খেলা স্ থগতি ঘোষণা করবেন। উক্ত স্ থগতি খেলা পরবর্তী দবিসে পুনঃ অনুষ্ঠতি হবে এবং পরবর্তী নরি ধারতি খেলাসমূহও ধারাবাহিকভাবে (বডলিশিফ্ ট) পরবির্ততি হযে পরবর্তীতে অনুষ্ঠতি হবে। এই ধরনের খেলা যদি সেমি-ফাইনাল/ফাইনাল খেলা সম্পৃক্ত হয় তাহলে টুর্নামেন্ট কমটির সিদ্ধান্ত অনুষাধী তা পরবর্তীতে অনুষ্ঠতি হবে।

খ) ফকিশ্ চারে নরি ধারতি খেলা অনুষাধী কোন ক্লাব খলে ষাডদরে অসুস্থতা বা আরোপতি শাস্তি বরূপ বা

অন্য কোন কারণ দর্শিয়ে পরবর্তী খেলোয়াড় হতে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে পারবে না এবং এর ব্যতিক্রম ঘটলে উপ-বধিরি ধারা ১১(ক) উল্লেখিত শাস্তি প্রকৃষতে প্রযোজ্য হবে।

গ) খেলে যাঁড় বা দল বা সমর্থক কর্তৃক সৃষ্ট গোলযোগের কারণে খেলা বর্ষিত / ভন্ডুল হলে টুর্নামেন্ট কমিটি এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

ধারা-১৫ (খেলে যাঁড় বদলী):

কোন দল খেলার পূর্বে দাখলিকৃত ১৮ (আঠার) জন সম্ভলতি খেলে যাঁড় তালিকা হতে সর্বাধিক তিনজন খেলে যাঁড়কে (অতিরিক্ত সময়সহ) খেলা চলাকালীন যে কোন সময় বদল করতে পারবে।

(৫)

ধারা-১৬ (রফেরী, সহকারী রফেরী ও ম্যাচ কমিশনার) :

ব্যাফ ফরে রফেরীজ কমিটি টুর্নামেন্টের প্রতি খেলায় রফেরী ও ম্যাচ কমিশনার নথিগত দায়িত্বে নথিভুক্ত থাকবে।
ব্যাফ ফরে প্রফেশনাল ফুটবল লীগ কমিটির চেয়ারম্যান/ডেপুটি চেয়ারম্যান ফডোরেশন কাপের খেলোয়াড়ের গুরুত্ব অনুসারে রফেরীদের পারফরমেন্স মনট্রিং করতে পারবে। একইভাবে ফডোরেশন শীল্ডের খেলোয়াড়ের গুরুত্ব অনুযায়ী ব্যাফ ফরে কমপাটিশন কমিটি রফেরীদের পারফরমেন্স মনট্রিং করবে।

ধারা-১৭ (রফেরী/ঘ্যাচ কমিশনার রপোর্ট) :

প্রতি খেলা শেষে ৩ (তিন) ঘন্টার মধ্যে খেলা পরচালনাকারী রফেরী ও ঘ্যাচ কমিশনার টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান অথবা তাঁর মনে নীত প্রতিনিধিরা কাছে খেলার পূর্ণাঙ্গ রপোর্ট দাখিল করবেন। এ নথি খারতি সময়সীমার মধ্যে রফেরী/ঘ্যাচ কমিশনার রপোর্ট দাখিল করতঃ ঘর্ষণ হলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উপর্যুক্ত কারণ ব্যতীত বলিম্বে দাখলিকৃত কোন প্রতবেদনের গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না।

ধারা-১৮ (টুর্নামেন্ট কমিটি)

ক) বাফুফের দক্ষিণ-পশ্চিম কন্টিনেন্টাল ফুটবল লীগ কমিটি ফেডারেশন শীল্ড ২০১২ এর খেলা এবং প্রফেশনাল ফুটবল লীগ কমিটি ফেডারেশন কাপ ২০১২ এর খেলা পরচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত থাকবে। লীগ কমিটি ফিক্সচার তৈরি, প্রতিবাদ নিষ্পত্তি, বর্ধিত উপ-বর্ধিমালার ব্যাখ্যা এবং টুর্নামেন্ট সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পালন করবে।

খ) প্রফেশনাল ফুটবল লীগ কমিটি টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তিকার জন্য বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করবে, যথাঃ- ১) মার্চ উপ-কমিটি ২) বাই-লজ, ফিক্সচার ও ড্র উপ-কমিটি ৩) গটে, সটিন্ ব্রবস্থা ও আইন শৃঙ্খলা উপ-কমিটি ৪) প্রকাশনা, প্রচার উপ-কমিটি এবং ৫) উদ্বেগী ও সমাপনী উপ-কমিটি ৬) সূত্বনীর উপ-কমিটি ৭) টকিটে সপ্টমে উপ-কমিটি ৮) ট্রফি এন্ড গফিট উপ-কমিটি। বাফুফে প্রফেশনাল ফুটবল লীগ কমিটির চেয়ারম্যান ও কন্টিনেন্টাল কমিটির চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে সকল উপ-কমিটির সদস্য থাকবেন। উপ-কমিটি সমূহ টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক নথি খারতি সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করবে।

ধারা-১৯ :

ক) রফেরীর নর্দশে অমান্য করে যদিকোন দল খেলার নথি খারতি সময় সমাপ্তির পূর্বে মার্চ পরতি যাগ করে অথবা

থলেতে অস্বীকার করে অথবা মাঠ পরতি্যাগ না করে থলো চালানোর বাধা প্রদান করে অথবা থলোয় অংশগ্রহণ না করে মাঠে অবস্থান করে বা বিভিন্ন অজুহাতে থলো শুরুর ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টিকারে, তাহলে ঐ দলকে প্রতিযোগিতা থেকে বহিষ্কৃত করা হবে এবং পাশাপাশি উক্ত থলোয় প্রতিপক্ষ দলকে কমপক্ষে ২৫০ গ্যালে বজিয়া ঘোষণা করা হবে। তবে থলো বন্ধ হওয়ার সময় গ্যালে পার্থক্য ২ গ্যালে বেশী হলে বেশী গ্যালেই প্রতিপক্ষকে বজিয়া ঘোষণা করা হবে। এভাবে অভিযুক্ত দলকে এ টুর্নামেন্ট হতে প্রাপ্ত সকল আর্থিক সুবিধা হতে বঞ্চিত করা হবে এবং অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী অভিযুক্ত দলসমূহকে ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানাও করা যেতে পারে। কোন দল প্রতিযোগিতা থেকে বহিস্কৃত হলে বা ওয়াক ওভার দলে ঐ দলের সমাপ্ত সকল থলোর ফলাফল বাতিল হবে এবং দলটি প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করবেনি বলে নির্ণীত হবে।

খ) টুর্নামেন্টের থলো চলাকালীন সময়ে থলোর আগে ও পরে থলো, থলোর মাঠে, মাঠের বাহুরি ক্লাবের কর্মকর্তা, সদস্য ও থলে যাঁড়দের অসদাচরণের জন্য ক্লাবসহ সংশ্লিষ্ট ক্লাব কর্মকর্তাগণ দায়ী থাকবেন। শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে থলোর সবার্থে সংশ্লিষ্ট দায়ী কর্মকর্তা/ব্যক্তি মাঠে বা স্টেডিয়াম চত্বরে ‘অবাঞ্ছিত ব্যক্তি’ হিসাবে ঘোষণা করা যাবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ব্যক্তি/ক্লাবের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

(৬)

গ) কোন থলোর পূর্ণাঙ্গ সময়ে মধ্যযে কোন দলের তালিকা বহুরি ভূত কোন কর্মকর্তা/সমর্থক উক্ত থলোর ম্যাচ কমিশনার, দায়িত্বের টুর্নামেন্ট প্রতিনিধির অনুমতি ব্যতিরেকে মাঠে প্রবেশ করে অথবা দলের সাথে বঞ্চে বসে অথবা যেকোন ভাবে থলোয় বাধা সৃষ্টিকারে ঐ কর্মকর্তা/সমর্থক সাথে সাথে মাঠ থেকে বের করে দেয়া হবে। উক্ত বঞ্চে রেফারী ও ম্যাচ কমিশনারের রপোর্টের ভিত্তিতে ডিসিপ্লিনারী কমিটি সংশ্লিষ্ট দলের বিরুদ্ধে প্রযোজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ঘ) যদিকোন ক্লাব বা দল নির্ধারণিত থলোর নির্ধারণিত সময়ে মাঠে উপস্থিতি হতে ব্যর্থ হয় তাহলে সে ক্লাব/দল টুর্নামেন্ট হতে সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ দলকে ঐ থলোয় জয়ী ঘোষণা করা হবে। নির্ধারণিত সময়ে মধ্যযে কোন ক্লাব/দল স্টেডিয়ামে উপস্থিতি থেকেও রেফারী/সহকারী রেফারীর নির্দেশ উপেক্ষা করে থলোর মাঠে বলিগ্বে প্রবেশ করে এবং তা যদিরেফারী/শৃঙ্খলা কমিটির রপোর্টে উল্লেখিত থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট ক্লাব/দলকে/দলসমূহকে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত আর্থিক জরিমানা করা যাবে।

৬) যদি কোন ক্লাব বা দল খেলার পূর্ণ সময় অবধি খেলেতে অসম্মতি প্রকাশ করে এবং খেলা শেষে হওয়ার আগে খেলার মাঠ পরিত্যাগ করে অথবা মাঠে অবস্থান করে রেফারীর আদেশে অমান্য করে খেলোয়, অংশগ্রহণ হতে বরিত থাকে বা খেলা পরচালনা পূর্ণত্বক/পরে ক্ষমতাবলে কোন প্রতিবন্ধকতা/বাধার সৃষ্টিকরে তবে সে দল সে খেলার জন্য বাতলি বলে গণ্য হবে এবং সে খেলোয়, প্রতিপক্ষ দলকে পূর্ণ পয়ন্টে প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে মাঠে খেলোয়, রেফারী সর্বোচ্চ ১৫ মিনিট অপেক্ষা করতে পারবে।

৮) যদি দু'ঘণ্টা পূর্ণ আবহাওয়া ও আলোর অপরিপূর্ণতা বা মাঠের অনুপযুক্ততার অজুহাতে মাঠে উপস্থিতি অংশগ্রহণকারী উভয় দল/ক্লাব রেফারীর আদেশে অমান্য করে খেলোয়, অংশগ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করে তাহলে ঐ খেলাটি বাতলি বলে গণ্য হবে। ফলশ্রুতিতে উভয় দলের খেলোয়, কোন পয়ন্টে পাবে না। অপরদিকে কোন ক্লাব মাঠে উপস্থিতি হলে এককভাবে উল্লেখিত কারণসমূহের অজুহাতে রেফারীর আদেশে অমান্য করে খেলোয়, অংশগ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করে তাহা হলে ঐ খেলাটির পূর্ণ পয়ন্টে প্রতিপক্ষ ক্লাব/দলকে প্রদান করা হবে।

৯) কোন ক্লাব/দল বা উভয় ক্লাব/দল এই টুর্নামেন্টের কোন খেলোয়, ওয়াক-ওভার দলি বা সমঝোতা বা পাতানো খেলোয়, অংশ নলি এই উপ-বধির ২৩ ধারা অনুযায়ী বৃষস্খাগ্রহণ করা হবে।

১০) টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী যে কোন দলের খেলোয়, ড/প্রশিক্ষক/কর্মকর্তা কর্তৃক ঘড়িয়ার নকিট টুর্নামেন্ট কমিটি, বাফুফে কর্মকর্তা, বাফুফে, ম্যাচ কমিশনার, রেফারী, সহকারী রেফারী ও ৪র্থ অফিসিয়ালের বধিযে যে কোন নতীবাচক/বদ্রিপাত্মক সমালোচনা করলে শাস্তিযেগে অপরাধ হপিবো ববিচেতি হবে এবং তজ্জন্য টুর্নামেন্ট কমিটিকর্তৃক আর্থকি জরমিনাসহ কঠোর শাস্তিমূলক বৃষস্খাগ্রহণ করা হবে।

১১) অত্র বাইলজে উল্লেখিত যে কোন অপরাধের পুনরাবর্ত্তরি জন্য সংশ্লিষ্ট ক্লাব/দলকে পরবর্ত্তী ফেডারেশন শলি ড/কাপে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হবে না।

ধারা-২০ :

এ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী যে কোন দলের তালকিত্ব ক্ত কোন খেলোয়, ড, অন্য দলের হলে এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে পারবে না এবং এর বৃষতক্ৰম ঘটলে উক্ত খেলোয়, ড, 'অবধৈ' খেলোয়, ড, হপিবো ববিচেতি হবে। শুধুমাত্র ক্লাবের/সংস্থার রেজিস্ট্রিক্ত খেলোয়, ড, এ টুর্নামেন্টে তালকিত্ব ক্ত হতে পারবে। অবধৈ খেলোয়, ড, কোন খেলোয়, অংশগ্রহণ করলে প্রতিপক্ষ দলের বধিমিতে প্রতবিদদের প্রকেষতি উহা প্রমানতি হলে প্রতিবিদকারী দলকে ২-০ গোলে বজিযী ঘোষনা করা হবে।

(৭)

ধারা-২১ :

ক) বাফু ফে কর্তৃক গঠিত ডিসিপি লনিরী কমিটি এ টুর্নামেন্টের ডিসিপি লনিরী সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে। খেলোয়াড় ডিসিপি লনি তথা শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে এ কমিটি অবশ্যই খেলা শেষে হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে তা নথি পত্রিত করবে এবং টুর্নামেন্ট কমিটি বা ডিসিপি লনিরী কমিটির সন্ধান তরে বরিদ্ধে সংশ্লিষ্ট দল, খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, রেফারী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসন্ধান ত পাওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বাফু ফে আপলি কমিটির নকিট ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অফেরত যাগ্ য ফর্দিষি আপলি করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে ফফিা বর্ধি য়ে তাবকে ডিসিপি লনিরী কমিটি আপলি যাগ্ য হলে ‘আপলিরে’ ছাড়পত্র প্ রদান করবে।

খ) ‘ডিসিপি লনিরী কমিটি’ খেলোয়াড়, ক্লাবের কর্মকর্তা ও সদস্য, দলীয় সমর্থক, রেফারী, সহকারী রেফারীদের অশোভন, উশংখল ও বর্ধি বহরি তূ ত আচরণে জন্ য শাস্ তমূলক ব্ যবস্ থা গ্ রহণ করতে পারবে এবং সন্ধান ত সমূহ বাস্ তবাস্ নের নমিতি তে টুর্নামেন্ট কমিটিকে অবহতি করবে। শাস্ তমূলক ব্ যবস্ থাদগ্ রহণ করার সময় রেফারী/সহকারী রেফারীর রপিরে ট ববিচেনা করবে এবং কমিটি প্ রয্ে জনব্ে থে য়ে কৈ ন কর্ মকর্ তা/খেলোয়াড়/দর্ শক/ব্ যক্ তকিে জজি্ ঞ্গসাবাদ করতে পারবে এবং সংশ্লিষ্ট অন্ যান্ য উপ-কমিটির রপিরে ট বর্ধিষে ববিচেনায্ আনতে পারবে।

গ) উক্ ত কমিটি ণ্ঠকি তথ্ য উদঘাটনের স্ বার্ থে খেলার সাথ্ে জড়তি য়ে কৈ ন কর্ মকর্ তা, খেলোয়াড়, রেফারী, সহকারী রেফারী, য্ য়াচ কমশিনার অথবা দর্ শকদের প্ রয্ে জনে সাক্ ষ্ য গ্ রহণ করতে পারবে।

ঘ) মাঠে খেলা চলাকালীন সময় খেলার আগ্ে বা পরে শৃঙ্খলা ভগ্ গজনতি কৈ ন ঘটনার ব্ যাপারে ডিসিপি লনিরী কমিটির সদস্য বা সদস্য ব্ বন্ দরে প্ রতবিদেন এবং রেফারী কর্ তৃক প্ রদত্ ত প্ রতবিদেন সন্ধান তরে ভতি তি ইপিাবে ববিচেতি হবে। এ ব্ যাপারে রেফারী অথবা মাঠে উপস্ থতি ডিসিপি লনিরী কমিটির সদস্য কর্ তৃক আদৌ কৈ ন রপিরে ট প্ রদত্ ত না হলে বা কৈ ন ব্ যবস্ থা গ্ রহণ না করলে বাফু ফেরে নর্িবাহী কমিটির নূ ন্ যতম ও জনরে য়ৌখকি/লখিতি য়তামতরে ভতি ততিে টুর্নামেন্ট কমিটি বর্ধিযিে তাবকে সন্ধান তগ্ রহণের জন্ য ডিসিপি লনিরী কমিটির নকিট প্ ররণ করবে।

ধারা-২২ (অপরাধ ও শাস্তি) :

নিম্নলিখিত অপরাধের জন্য ডিসিপি লনিরী কয়টি নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে :

ক) অপরাধ :

কোন খেলোয়াড় যদি কোন খেলোয়াড় রফেরী কর্তৃক লালকার্ড প্রদর্শিত হন Ñ

শাস্তি :

খেলোয়াড়টির দলের পক্ষে হয় পরবর্তী ১ (এক) খেলার জন্য স্বাভাবিকভাবে অংশগ্রহণ হতে বরিত থাকবে।
কিন্তু যদি তার অপরাধ গুরুতর হয় তবে ডিসিপি লনিরী কয়টি অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে আরও অধিক খেলোয়াড় অংশগ্রহণ হতে বরিত রাখতে পারবে বা আর্ত্তিকি জরিমানা করতে পারবে। যদি খেলোয়াড়ের প্রতিযোগিতার শেষে খেলা হয় তা হলে এ শাস্তি পরবর্তী (লীগ খেলোয়াড়) সকল প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। শাস্তি প্রাপ্ত খেলোয়াড় যখন খেলা/খেলোয়াড় লিহতে বরিত থাকার নির্দেশ পেয়েছেন সবে খেলা/খেলোয়াড় লিআরম্ভ হওয়ার পর যদি কোন কারণ বশতঃ সম্মপন্ন না হয়, তাহলে শাস্তি প্রাপ্ত খেলোয়াড়ের জন্য খেলাটি/খেলোয়াড় লিসম্পন্ন হয়েছিলে বলে বিবেচিতি করা হবে।

(৮)

খ) অপরাধ :

টুর্নামেন্টে চলাকালীন সময়ে কোন খেলোয়াড়কে দু'টি ভিন্ন খেলোয়াড় মোট ২ (দুই) বার হলুদ কার্ড প্রদর্শন করা হলে উক্ত খেলোয়াড় পরবর্তী ম্যাচের জন্য সাসপেন্ড হবে।

শাস্তি :

খেলোয়াড়টি স্বাভাবিকভাবে তার দলের পরবর্তী খেলোয়াড় অংশগ্রহণ হতে বরিত থাকবেন। শাস্তি প্ৰাপ্ত খেলোয়াড় যখন খেলা হতে বরিত থাকার নির্দেশ পেয়েছে সে খেলোয়াড় আরম্ভ হওয়ার পর যদিকোন কারণবশতঃ তা সম্পন্ন না হয়, তাহলে শাস্তি প্ৰাপ্ত খেলোয়াড়ের জন্য উক্ত খেলোয়াড় সম্পন্ন হয়েছে বলে গণনা করা হবে।

গ) অপরাধ :

যদিকোন খেলোয়াড়/খেলোয়াড়রা খেলার পূর্বে, খেলা চলাকালীন সময়ে অথবা খেলার পর রফেরীর সাথে অথবা কোন সহকারী রফেরীর সাথে খারাপ ব্যবহার বা অভদ্র আচরণ করলে Ñ

শাস্তি :

থলে ষাড্‌টির দলের পরবর্তী থলোয় অংশগ্রহণ হতে বরিত থাকবে তবে অপরাধের গুরুত্ব ববিচেনা করে শৃঙ্খলা কমিটির প্রদত্ত আরো। অধিক শাস্তি থলে ষাড্‌ এর জন্য প্রযোজ্য হবে।

ঘ) অপরাধ :

কোন থলে ষাড্‌/থলে ষাড্‌রা মাঠের ভিতরে বা বাইরে, থলের পূর্বে, থলো চলাকালীন সময়ে বা থলের পরে যদি রফোরীকে বা সহকারী রফোরীকে শারীরিকভাবে আঘাত করে Ñ

শাস্তি :

সংশ্লিষ্ট থলে ষাড্‌/থলে ষাড্‌রা পরবর্তী ৬ (ছয়) থলোয় অংশগ্রহণ হতে বরিত থাকবে। যদি এ আরোপিত শাস্তি দলের টুর্নামেন্টে থলের পরেও অবশিষ্ট থাকে তবে সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত থলে ষাড্‌র পরবর্তী প্রতিযোগিতা (লীগসহ) ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে এবং ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবে। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে থলে ষাড্‌/থলে ষাড্‌রা শাস্তি যথোদ ৫ (পাঁচ) বছর পর্যন্ত বন্ধকরা যতে পারে। রফোরী যদি কোন কারণে লাল কার্ড দেখতে অপারগ হন তবে তার রপিরে টাই থলে ষাড্‌টির বরিত্ব শাস্তি প্রদানের জন্য যথেষ্ট ববিচেতি হবে।

ঙ) অপরাধ :

যাঠে কোন খলে ষাড/খলে ষাড.রা প্ৰতপিক্ ষরে কোন খলে ষাড.কে খলে আরম্ভ হওয়ার পূর্বে, খলে চলাকালীন সময়ে বা খলের পরে যদশিরীকিভাবে আঘাত করে-

শাস্তি :

সংশ্লিষ্ট খলে ষাড.টিকিমপক্ ষে পরবর্তী ২ (দুই) খলে ষ. অংশগ্রহণ হতে বরিত থাকবে এবং প্ৰযোজনে ২০,০০০/= (বিশি হাজার) টাকা পর্ঘন্ত জরিমানা করা হবে।

চ) অপরাধ :

যদি কোন খলে ষাড/খলে ষাড.রা তার ব্ধবহার বা আচরণ বা অঙ্গভঙ্গদিব্বারা খলের আইন বা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে Ñ

(৯)

শাস্তি :

খেলোয়াড়টি পরবর্তী ১ (এক) খেলোয়াড় অংশগ্রহণ হতে বরিত থাকবে। এরূপ ক্ষেত্রে রেফারী কোন কারণে তাকে লাল কার্ড দেখাতে অপারগ হলে তার রপিতেই খেলোয়াড়টির বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের জন্যে যথেষ্ট হবে। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে প্রয়োজনে তাকে আর্থিক জরিমানা করা হবে। এ আর্থিক জরিমানার পরমিত শৃঙ্খলা কমান্ডি কর্তৃক নিশ্চিত করা হবে।

ছ) অপরাধ :

যদি কোন ক্লাব কর্তৃক মর্কর্তা বা সমর্থক একক বা সম্মিলিতভাবে অবৈধভাবে খেলার ফলাফল প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে অথবা খেলার বর্ধি বহিষ্কৃত ভূত আচরণ করলে N

শাস্তি :

শৃঙ্খলা কমান্ডির দ্বারা ১১(ক) ধারায় উল্লিখিত শাস্তি অনুযায়ী ব্যবস্থানতি পারবে।

জ) অপরাধ :

যদি কোন খেলোয়াড়/খেলোয়াড়রা মাঠে অথবা মাঠের বাহ্যিক বাফুফে ও ট্রান্সমেন্ট সংশ্লিষ্ট কোন কর্তৃক মর্কর্তার সাথে অভদ্র আচরণ করে অথবা অশালীন ভাষা ব্যবহার করে N

শাস্তি :

খলে ষাড্‌টি পরবর্তী ২ (দুই) খেলোয়াড় অংশগ্রহণ হতে বরিত থাকবে এবং প্রয়োজনে আর্থিক জরিয়ানা করা যাবে।

বা) অপরাধ :

যদি কোন খলে ষাড্‌/খলে ষাড্‌রা যে কোন অপরাধের জন্য খেলা হতে বরিত থাকে এবং পরবর্তী খেলোয়াড় একই অপরাধ পুনরাবৃত্তি করে

শাস্তি :

খলে ষাড্‌টি পরবর্তী ৪ (চার) খেলোয়াড় অংশগ্রহণ হতে বরিত থাকবে। যদি টুর্নামেন্টের কোন খেলা অবশিষ্ট না থাকে উক্ত শাস্তি পরবর্তী প্রতিযোগিতায় (টুর্নামেন্ট/লীগে) প্রযোজ্য হবে।

গ) অপরাধ :

যদি কোন রেফারী অথবা সহকারী রেফারী খেলার পূর্বে খেলা চলাকালীন সময়ে অথবা খেলার পরে তার কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়, N

শাস্তি :

রফেরী অথবা সহকারী রফেরীকে সতর্ককরণ অথবা পাবধানতামূলক লিখিত চিঠি প্রদান করা হবো। যদি তারা কোন গুরুতর অপরাধ করে তাহলে, তাকে ১ (এক) বছর পর্যন্ত থলো পরচালনা হতে বরিত রাখা যাতে পারবে। গুরুতর অপরাধের জন্য তাদের আরও অধিকতর শাস্তি দিবে। যাতে পারবে। আরোপিত শাস্তি বাফুফেরে রফেরীজ কমিটি গাধ্যমে কার্যকর হবো।

(১০)

ট) অপরাধ :

যদি কোন দলের সমর্থক, সদস্য, কর্তৃত্ব বা থলে ষাড, বাফুফে কর্তৃত্ব অথবা উহার য়ে কোন কমিটি সদস্য বা রফেরীর সাথে অশোভন উশুখল আচরণ প্রদর্শন করে/ত্রিস্কার করেন Ñ

শাস্তি :

উক্ত দলটি ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পরিশ্রুত জরিমানা দিতে বাধ্য থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিকে অপরাধে গুরুত্ব অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 'অবাঞ্ছিত' বলে ঘোষণা করা হবে। ইহা ছাড়াও দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী উক্ত অপরাধে জন্য পদক্ষেপে গ্রহণ করা হবে।

ঠ) অপরাধ :

যদি উভয় দলের খেলোয়াড়, কর্মকর্তা কোন খেলার ফলাফলের উপর প্রভাব বিস্তারিত অথবা উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইবে অবাঞ্ছিতভাবে খেলা ভেঙে দেওয়া করত সক্রিয় হয় এবং উক্ত কারণে খেলা আরম্ভ করা না যায়, তবে

শাস্তি :

খেলোয়াড়ি ভাগ্য/ফলাফল সম্পর্কে শুধু খেলা কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নবিলে এবং দায়ী খেলোয়াড়/কর্মকর্তাদ্বারা বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানা সহ তদন্ত শাস্তি প্রদান করবে।

ড) অপরাধ :

কোন দল/দলসমূহ/খেলোয়াড়/কর্মকর্তা এই বিধিমালায় পরিপন্থী অথবা খেলার তত্ত্বাবধায়ক/অসম্মানজনক এমন কিছু করে যাহা এই বিধিতে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ হয়নি

শাস্তি :

শুধু খেলা কমটিরি সুপারিশক্ৰমে টুর্নামেন্ট কমটি/ব্যাঙ্ক ফে চূড়ান্ত সর্দি খান্ ত গ্রহণ করবে।

ঢ) অপরাধ :

যদি কোন দল/উভয় দল খেলার ফলাফলকে প্রভাবিত করার জন্য পাতানো খেলায় অংশগ্রহণ করে এবং পাতানো খেলা সনাক্তকরণ কমটির বিরুদ্ধে উহা ববিচেতি হয়.

শাস্তি :

পাতানো খেলা সনাক্তকরণ কমটির সুপারিশক্ৰমে সংশ্লিষ্ট টুর্নামেন্ট কমটি/ব্যাঙ্ক ফে চূড়ান্ত সর্দি খান্ ত গ্রহণ করবে।

গ) অপরাধ :

কোন খেলায়, যদি কোন খেলোয়াড় রফোরী কর্তৃক ১ম বার হলুদ কার্ড প্রদর্শিত হওয়ার পর ২য় বার হলুদ কার্ড প্রদর্শনের পর লাল কার্ড প্রদর্শিত হয়, অথবা ১ম বার হলুদ কার্ড প্রদর্শনের পর ২য় বার গুরুতর

অপরাধের জন্য সরাসরি লাল কার্ড প্রদর্শিত হয়।

শাস্তিঃ

খেলোয়াড়টি তার ক্লাবের পক্ষে পরবর্তী ১ (এক) খেলায় স্বাভাবিকভাবে অংশগ্রহণ হইতে বরিত থাকবে।
কিন্তু যদি তাহার অপরাধ গুরুতর হয় তবে ডিসিপি/লিনিরী কমটিসিই অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে আরও অধিক খেলায় অংশগ্রহণ হইতে বরিত রাখতে পারবে। শাস্তিপ্রাপ্ত খেলোয়াড় যিনি খেলো/খেলোয়াড় লি আর্মভ হওয়ার

(১১)

পর যদি কোন কারণবশতঃ সম্মুখীন না হয়, তা হলে শাস্তিপ্রাপ্ত খেলোয়াড়ের খেলো/খেলোয়াড় লি সম্মুখীন
হয়ছে বলে গণনা করা হবে। উল্লেখ্য, যিনি কোন খেলোয়াড়কে খেলা চলাকালীন সময় ১ম বার হলুদ কার্ড দেখানোর পর
যদি পরবর্তী গুরুতর অপরাধের জন্য সরাসরি লাল কার্ড দেখানো হয় তাহলে খেলোয়াড়টির ১ম বার প্রদর্শিত হলুদ
কার্ডটি বিহীন থাকবে।

ত) অপরাধঃ

এ টুর্নামেন্টের কোন খেলায় অথলে খেলোয়াড় চিহ্নিত আচরণের জন্য যদি কোন ক্লাবের কোন খেলোয়াড়,

কর্ষকর্ষতা বা সংশ্লিষ্ট কটে শাস্তিপ্ৰাপ্ত হয় (লাল কার্ড ও অন্য়ান্য় শাস্তিহ) উক্ত শাস্তি যযোদকাল যদা টুর্নামেন্টে খেলো চলাকালীন সমযেও সমাপ্ত না হয় তাহলে উক্ত খলেোষাডরে অবশিষ্ট শাস্তি বাফুফে/মফুলীক কর্তৃক পরচিলতি পরবর্তী খলোষ প্ৰযোজ্য হবে। তবে হলুদ কার্ড ধর্তব্যে আসবনো।

থ) অপরাধঃ

খেলো চলাকালীন মাঠে সংশ্লিষ্ট সকল খলেোষাড ও ক্লাব কর্ষকর্ষতাগণ কর্তৃক যোবাইল ফোন বা যো কোন ইলেকট্রনিক কমউনিকেশন্স ডভাইস বহন করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বহন করলে N

শাস্তিঃ

সংশ্লিষ্ট ক্লাব কর্ষকর্ষতা ও খলেোষাডরে বরীদ্ধে স্টেডেয়াম বহঃস্কার ও আর্থিক জরয়ানাসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। স্টেডেয়াম বহঃস্কার ও আর্থিক জরয়ানার পরয়ান টুর্নামেন্ট কমটি নির্ধারণ করবে।

ধারা-২৩ (পাতানো ম্য়াচ) :

বাংলাদেশে ফুটবল ফেডারেশনের প্ৰফেশনাল ফুটবল লীগ কমটি কর্তৃক পাতানো খলোর জন্য় নযিনোক্ত জরয়ানা ও

পদক্ষেপে গ্রহণ করা হবে।

ক) পাতনো থলো চহ্নিকরণের লক্ষ্যে বাফুফে পাতনো থলো সনাক্ত করণ কমটিদিয়াতিব পালন করবে।

খ) প্ৰতটিখিলোর ভডিও ধারণ করা হবে।

গ) ধারনকৃত ভডিও এবং সংশ্লিষ্ট কমটিকির্তক দাখলিকৃত রপিরে টরে ভতি ততি সংশ্লিষ্ট ম্ঘাচটিপাতনো বলে প্ৰমানতি হলো উক্ত ম্ঘাচ বাতলি করা হবে এবং তত্ৰ বধিরি ধারা ২২(ঢ) অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উক্ত দল/দলদ্বয়সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃককর্তা ও থলে ষাডদরে বরিদ্ধে আর্থিক জরমিনা ও কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঘ) পাতনো ম্ঘাচের বধিযে সংশ্লিষ্ট টুর্নামেন্টে কমটি/বাফুফে কর্তৃক গৃহীত সদিধানত্রে বরিদ্ধে কোন প্ৰকার আপীল গ্রহণযোগ্য নয়।

ধারা-২৪ (প্ৰতবাদ) :

ক) কোন দল থলো সম্মুখে (শুধু থলো কমটির সদিধানত ছাড়া) কোন প্ৰতবাদ দাখলি করতে আগ্রহী হয় তা অবশ্যই থলো শেষে হওয়ার দুই ঘন্টার মধ্যে লিখিতভাবে টুর্নামেন্টে কমটির চেয়ারম্যান বরাবরে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা অফরেতযোগ্য ফাইন্যান্স আবেদন করতে হবে।

খ) প্ৰতবাদ পত্ৰ প্ৰাপ্তির পর টুর্নামেন্টে কমটি ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে প্ৰতবাদ নষিপত্তিকরবে।

গ) এ ব্যাপারে টুর্নামেন্টে কয়টিরি সদ্বিধান্তই চূড়ান্ত বলবে ববিচেতি হবে।

(১২)

ঘ) প্রতবাদ পত্রের সাথে আবেদনের স্বপক্ষে প্রযোজনীয় তথ্য ও প্রমানাদিশে করতে হবে। প্রতবাদ পত্র কোনভাবেই প্রত্যাহার করা যাবে না।

ধারা-২৫ :

এ টুর্নামেন্টে কোন অবস্থাতই যুগ্ম-চ্যাম্পিয়নশীপ পদ্ধতি থাকবে না।

ধারা-২৬ (উপ-বর্ধিসংশোধন) :

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন-এ টুর্নামেন্টে যেকোন বর্ধি, উপ-বর্ধিসংযোজন, বর্ধি, সংশোধন ও পরিবর্তন করার পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করবে।

ধারা-২৭ (কমিটির সিদ্ধান্ত) :

টুর্নামেন্ট কমিটি বা শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্ত অংশগ্রহণকারী দলের উপর বাধ্যতামূলক হবে এবং ধারা ২১ এর (ক) অনুযায়ী শর্ত পূরণ করলে কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপলি করা যাবে। টুর্নামেন্ট কমিটির সভা ১/৩ সদস্যদের উপস্থিতিতে কয়েকটি পূরণ হবে।

ধারা-২৮ (মাঠে প্রবেশ প্ৰসঙ্গে) :

অংশগ্রহণকারী দলের পক্ষে দাপ্তরিক তালিকা মোতাবেক শুধুমাত্র ২০ (বিশি) জন খেলোয়াড় এবং ৭ (সাত) জন কর্মকর্তা (দলের সহযোগী কর্মীসহ) মাঠে প্রবেশ করতে পারবে।

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য সদস্যগণ অংশগ্রহণকারী কোন দলের পক্ষে অফিসিয়াল/কর্মকর্তা হিসেবে নবিন্ধতি হয়ে খেলোয়াড়ালীন সময়ে মাঠের টিমি বঞ্চে অবস্থান করতে পারবে না।

ধারা-২৯ (বখিমিালার বখাখা) :

উপরোক্ত বখিমিালার বখাখা যাকরণ বা বখিমিালার উল্লেখিত হয়নি এমন কোন বখিমিালে সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্ণ ক্ষমতা টুর্নামেন্ট কমিটির এখতিয়ারভুক্ত থাকবে। এ ব্যাপারে উক্ত কমিটির তরফে গৃহীত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বখিচেতি হবে এবং কোন প্রকার প্রতবিদ অগ্রাহ্য বলে বখিচেতি হবে।

যে তাবু নাইম সোহাগ

ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন